গবেষণায় সিমাগো র‍্যাংকিং এ বেরোবি দ্বিতীয়

বেরোবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ১৬:৪৮, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পেনের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিমাগো ইনস্টিটিউশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১০ হাজার ৮২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে করা জরিপে ২০২৬ সালের র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে।গবেষণা, সামাজিক প্রভাব এবং উদ্ভাবন— এ তিনটি সূচকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান দেশে যথাক্রমে ২য়, ৪৭তম ও ১৩তম। আর এ তিনটি বিষয় মিলে বেরোবির সার্বিক অবস্থান দেশে ৬ষ্ঠ।

বাংলাদেশের সেরা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৬ষ্ঠ। এই তালিকায় বেরোবি পেছনে ফেলেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কেও।

র‍্যাংকিংয়ের তথ্য ঘেঁটে দেখা গেছে, এতে বাংলাদেশের মোট ৪৭টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। গত বছরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল ২২ তম। ২০২৪ সালে বেরোবির অবস্থান ছিল ১৮তম এবং ২০২৩ সালে ছিল ১২তম ।

গবেষণা, সামাজিক প্রভাব এবং উদ্ভাবন এই তিনটি সূচকের ফলাফল পর্যালোচনা করে এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এ তিনটি সূচকের ফলাফল অনুযায়ী আলাদা র‍্যাঙ্কিং এবং একসাথে মিলিয়ে সার্বিক র‍্যাঙ্কিং (overall ranking) প্রকাশ করে থাকে। সার্বিক র‍্যাঙ্কিং করার জন্য তারা গবেষণায় ৫০%, উদ্ভাবনে ৩০% এবং সামাজিক প্রভাবে ২০% ওয়েট দিয়ে থাকে।

সিমাগো ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৬ অনুযায়ী, গবেষণা, সামাজিক প্রভাব এবং উদ্ভাবন — এ তিনটি সূচকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান দেশে যথাক্রমে ২য়, ৪৭তম ও ১৩তম। আর এ তিনটি বিষয় মিলে বেরোবির সার্বিক অবস্থান দেশে ৬ষ্ঠ। তবে ২০২৫ সালে গবেষণা, সামাজিক প্রভাব এবং উদ্ভাবন এ তিনটি সূচকে বেরোবির অবস্থান ছিল দেশে যথাক্রমে ১০ম, ১৪ তম ও ৪৪তম। এর ম
অর্থ দাঁড়াচ্ছে, রিসার্চ ও উদ্ভাবন সূচকে গতবছর থেকে বেরোবি এ বছর এগিয়েছে।

সিমাগো র‍্যাংকিং অনুযায়ী, ২০২৬ সালে দেশের সেরা ১০ বিশ্ববিদ্যালয় হলো যথাক্রমে, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ষষ্ঠ অবস্থানে যৌথভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এর বিশ্ব সেরা ২% গবেষক ও EEE বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মো: ফেরদৌস রহমান বলেন, গবেষণা হলো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই দিকটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং বেগম রোকেয়াকে কিভাবে একটা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় করা যায় সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে Iতিনি আরও বলেন যে বর্তমান সময়ে বেরোবির শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি গবেষণামুখী।